শিশুর ডায়রিয়া হলে কী করবেন

এ বিষয়ে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নাঈমা সুলতানা বলেন, গরমে আমরা সাধারণ পাঁচ বছরের নিচের বাচ্চাদের ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হতে দেখি।

এ সময় তারা কিছুই কেতে পারে না। কখনো কখনো শরীরে হালকা জ্বর থাকে। এমনটি হলে বুকের দুধ পান করে এমন শিশুদের প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ওরস্যালাইন খাওয়াতে হবে। অনেক সময় বাচ্চারা স্যালাইন খেতে চায় না। তাদের অল্প অল্প করে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। আর একেবারেই স্যালাইন নিতে না চাইলে তরল অন্য যে কোনো খাবার, বাচ্চা খেতে পারে, তা দিতে হবে।

ডা. নাঈমা সুলতানা বলেন, আসলে বাচ্চাদের পাতলা পায়খানা একবার শুরু হলে, তা থামতে কিছুটা সময় লাগে। অনেক সময় ৮-১০ দিনও লেগে যেতে পারে। প্রশ্ন আসে তাহলে এ সময় আমাদের করণীয় কী? আমাদের করণীয় হলো, কোনোভাবেই বাচ্চা যেন পানি শূন্যতায় না ভোগে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যেসব বাচ্চা মায়ের দুধ খায়, তাকে অল্প অল্প করে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। চিকিৎসক যে পরিমাণ ওরস্যালাইন লিখে দিয়েছেন, বাচ্চা একবারে নিতে না চাইলে বারবার চেষ্টা করে খাওয়াতে হবে।

তিনি পরামর্শ দেন, অভিভাবকদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, বাচ্চা খেতে পারছে না কিনা এবং ঠিকমতো প্রস্রাব হচ্ছে কিনা। প্রস্রাব ঠিকঠাক না হলে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে। তখন চিকিৎসক রোগীর অবস্থা দেখে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

এক প্রশ্নের জবাবে ডা. নাঈমা সুলতানা বলেন, নবজাতকের আসলে ত্বক সজীব থাকলে স্বস্তিতে থাকে। এজন্য গরমে বাচ্চাকে বেবি পাওডার দেওয়া যেতে পারে। তেল ব্যবহার না করাই ভালো। তবে গরমে একেবারেই কিছু ব্যবহার করা যাবে না, এমন ধারণা সঠিক নয়। প্রয়োজনে বেবি ওয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা সাধারণত বলে থাকি নবজাতককে ৭২ ঘণ্টা গোসল না করাতে। এরপর বাচ্চাকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে। তাহলে সে সুস্থ থাকবে।

সূত্র: ডক্টর টিভি

মেহেরপুরে ভিটামিন ”এ” প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকের সাথে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে সাংবাদিকদের সাথে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
সিভিল সার্জন ডা: নাসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল বক্তব্য উপস্থাপনা করেন মেডিক্যাল অফিসার ফয়সাল হারুন।
সিভিল সার্জন ডা: নাসির উদ্দীন বলেন, আগামী ৫ জুন থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত দুই সপ্তাহ ব্যাপী এ ক্যাম্পেইন চলবে।

৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৮১৪২ জন শিশুকে নীল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল্ এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৫৯৭৭২ জন শিশুকে লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

কর্মশালায় সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইপিআই সুপার আব্দুস সালাম। কর্মশালায় মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক আলামিন হোসেনসহ সাংবাদিকরা অংশ নেন।

দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও

Shares

সাড়ে পাঁচটার দিকে হাসপাতালে ভর্তি করলে নবজাতকটি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় ডিউটিরত নার্সদের কাছে গেলে বিষয়টি এড়িয়ে যান, এবং মোবাইলে মগ্ন হন। রাত আনুমানিক আটটার দিকে নবজাতকের মৃত্যু হয়।
নবজাতকের নানা মোঃ হাসান বলেন, আমরা নার্সের কাছে গেলে ওনারা বিষয়টি অবহেলা করে এবং ইন্টারনেটে মগ্ন ছিলেন, মোবাইল টিপায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, নার্সদের কাছে আকুতি মিনতি করলে তারা বলেন বাচ্চা কি শুধু আপনাদেরই হয়েছে আরো অনেক বাচ্চা আছে হাসপাতালে।
জানা গেছে এসময় নাজমিন নাহার ও জান্নাতুল নাঈম নামের দুজন নার্স ডিউটিরত ছিলেন। এ ঘটনায় হাসপাতালে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে

দেশে করোনায় শনাক্ত ও মৃত্যু বাড়ল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৬ জন মারা গেছেন। এই সময়ে নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার ৭১০ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা শনাক্তের হার ৯.৪১ শতাংশ। এ সময় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৮ হাজার ১৭৮টি।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৫৬৭ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলো ৭ লাখ ৪০ হাজার ৩৭২ জন।

এর আগে রোববার করোনায় ৩৪ জনের মৃত্যু হয়। এদিন আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন ১ হাজার ৪৪৪ জন।

এ নিয়ে করোনাভাইরাসে দেশে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৬১৯ জনে। মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮ লাখ ৫৪০ জনে।

দেশে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। গত কয়েক মাস ধরে করোনার

নমুনা পরীক্ষা অনুযায়ী শনাক্তের হার ১০ দশমিক ১১ শতাংশের ওপরে থাকছে। আর শনাক্তের সংখ্যা দৈনিক হাজারের ওপরে।

আলমডাঙ্গায় ভুল চিকিৎসা পা হারিয়েছে টিটন ফাতেমা টাওয়ারের মালিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

আলমডাঙ্গা অফিস: আলমডাঙ্গার ফাতেমা টাওয়ারের মালিক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা প্রদানে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
ভূল চিকিৎসার কারণে পোলতাডাঙ্গা গ্রামের টিটন হোসেন নামের এক যুবকের পা কেটে ফেলতে হয়েছে উল্লেখ করে রোববার দুপুরের থানায় এ অভিযোগ করা হয়।
অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে,আলমডাঙ্গার পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে টিটন হোসেনের গত আড়াই মাস পূর্বে পাখি ভ্যানের সাথে দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তার একটা পা ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গা পা নিয়ে তিনি আলমডাঙ্গার ফাতেমা টাওয়ারে আসেন। সে সময় বাদি মঞ্জুরুল ইসলাম পা ভালো করে ড্রেসিং না করে ব্যান্ডিজ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ৩ দিন পর আসতে বলেন।
দুদিন পর পায়ে প্রচন্ড ব্যাথা শুরু হলে তিনি আবারো ফাতেমা টাওয়ারে আসলে তাকে জানানো হয় বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। পরে টিটন হোসেন রাজশাহী মেডিকেলে গিয়ে ভর্তি হন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জানায় পা পচে গেছে শরীর থেকে কেটে বাদ দিতে হবে। পরে তার পা কেটে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে টিটন হোসেন পঙ্গু হয়ে গেছেন। ভুল চিকিৎসায় তার এই করুন পরিনতির বিষয়ে পরবর্তীতে মঞ্জুরুল ইসলামকে জানাতে গেলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। নানা ভাবে তাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে উল্লেখ করে বিষয়টি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবী জানানো হয়েছে ।
এদিকে এ বিষয়ে ফাতেমা টাওয়ারের মালিক ডা: মঞ্জরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমার ক্লিনিকে ঐ রোগীকে নিয়ে আসলে, দেখছিলাম তার পায়ের নিচের হাড় ভেঙ্গে গেছে। আমরা তাকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রেফার্ড করি। আমাদের ক্লিনিকে হাড়ের

ডাক্তার না থাকায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বলেছিলাম। কিন্ত তারা চিকিৎসা না করিয়ে বাড়ী নিয়ে যায়। পরে তারা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তারা দেখে রাজশাহী রেফার করে। রাজশাহীতে ডাক্তার দেখার পর সেখানে বলেছে, খুব দেরী হয়ে গেছে। এখানে আমরা কোন ভাবেই দায়ী নই।

দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যু আরও বাড়ল

করোনাভাইরাসে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার ৪৩ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জনের মৃত্যুতে দেশে মোট মৃত্যু বেড়ে ১২ হাজার ৫৪৯ জন হলো। আর নতুন এক হাজার ৪৩ জন শনাক্তসহ এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ লাখ ৯৭ হাজার ৩৮৬ জনে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ১৮৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার ৭ দশমিক ৯১ শতাংশ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার মেসেজ বেশি পাচ্ছি : মন্ত্রী

করোনাভাইরাস সংক্রমণের হার ৫ শতাংশের নিচে নামলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে। অন্যথায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া ঠিক হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে জনতার প্রত্যাশা ও নাগরিক সমাজের আয়োজনে প্রয়াত সাবেক আইনমন্ত্রী আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরুর স্মরণসভায় তিনি এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার সবধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। আইবিএম এর নেতৃবৃন্দ ও কভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শক কমিটিসহ অন্যান্যরা সংক্রমণের উল্লেখিত এই হারের বিষয়ে নানা সুপারিশ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় নানা আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে। দেশে যে বৃহত্তর ছাত্রসমাজ ও অভিভাবক সমাজ আমাদের আছে তাদের এই আন্দোলন প্রতিফলিত করে না। কারণ, আমার কাছে যে পরিমাণ মেসেজ আছে তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার কথাই বেশি এসেছে। জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়কে কোনো আন্দোলনের মধ্যেই অবহেলা করা উচিত নয়। সুতরাং পরবর্তীতে এসব আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে পরিস্থিতির বিবেচনা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হবে।

তিনি বলেন, আমরা যে তারিখই নির্দিষ্ট করে রাখি না কেন, সেই সময়ে যদি অবস্থা অনুকূলে না আসে আমরা নিশ্চয়ই মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেব না। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

‘দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাকার্যক্রমতো থেমে নেই’- এ কথা উল্লেখ করে দীপু মনি আরো বলেন, অনলাইনে পড়াশোনা চলছে, এবং প্রায় প্রতিদিনই এই মাধ্যমে পড়াশোনার মান ও পরিসর বাড়ছে।

তিনি বলেন, শুধু বাংলাদেশই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও শিক্ষা নিয়ে নানা সীমাবদ্ধতা আছে। কারিগরিভাবে বা প্রযুক্তিগতভাবে যেসব উন্নত দেশ রয়েছে তাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। তারাও সব শিক্ষার্থীর কাছে শতভাগ পৌঁছাতে পারছেন না। যেখানে শ্রেণিকক্ষগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম এবং যেখানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ রক্ষা করা হয়েছে, সেখানেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে রাখতে পারেনি। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে আবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। তেমনি আমাদের দেশে যেখানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি, সেখানে নানাভাবে চেষ্টা করছি

কিভাবে পরিকল্পনা করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে পারি।

তিনি আরো বলেন, আমরা যে তারিখই নির্দিষ্ট করে রাখি না কেন, অবস্থা অনুকূলে না এলে আমরা মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেব না।

নাগরিক সমাজের সভাপতি ব্যারিস্টার সোহরাব হোসেন খানের সভাপতিত্বে ও জনতার প্রত্যাশার সভাপতি এম এ করিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট নুরুল আমিন রুহুল, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ৯ জনের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জের পর এবার রাজশাহী হয়ে উঠেছে করোনার হটস্পট। করোনা পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। গত ২৪ ঘন্টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শনাক্ত ও উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদের মধ্যে চারজন করোনা পজিটিভ ছিলেন। বাকি পাঁচজন উপসর্গ নিয়ে রামেক হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

মৃতদের মধ্যে চারজন চাঁপাইনবাবগঞ্জের, তিনজন রাজশাহীর, একজন নাটোর ও একজন কুষ্টিয়া জেলার বাসিন্দা।

বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেলে ১৭৭ জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন। এদের

মধ্যে ১৩ জন আছেন আইসিইউতে।

এর আগে গত বুধবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের চারজন মারা যান। গত সোমবার রাজশাহী মেডিকেলে একদিনে সর্বাধিক ১০ জনের মৃত্যু হয়।

এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে রাজশাহী মেডিকেলে শনাক্ত ও উপসর্গ নিয়ে ৪৬ জনের মৃত্যু হলো।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সংস্কার কাজে অনিয়মের অভিযোগ

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুরাতন ভবনের সংস্কার কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করায় কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন গাংনী আসনের সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন। আজ বুধবার দুপুরে তিনি সরেজমিনে সংস্কার কাজ পরিদর্শনে যান।

জানা গেছে, বছর পাচেক আগে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুরাতন ভবনটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়লে নতুন ভবনের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কার্যক্রম শুরু হয়। তার পরও স্থান সাংকুলান না হওয়ায় করোনা আইসোলেশন ওয়ার্ড ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রম ভবনটিতে চলতে থাকে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশলী (হীড) পুরাতন ভবনটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন। সে অনুযায়ি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরাতন ভবন সংস্কার বাবদ বরাদ্দ দেয় ৩৫ লাখ ৭২ হাজার ৩১১ টাকা। কাজ শুরু হয় ২৯ এপ্রিল। নিয়োগকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান খুলনার দৌলতপুরের রাজীব মোর্টস সংস্কার কাজটি বাস্তবায়ন করছে।

নিয়মানুযায়ি এ গ্রেডের টাইল্স, ফ্রেশ সিমেন্ট ও ১.৫ এফএম বালু ব্যবহার করতে হবে দরপত্রের কার্যাদেশ অনুযায়ী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কার্যাদেশ উপেক্ষা করে সংস্কার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের এসব সামগ্রী। তাছাড়া বালু ও সিমেন্টের সংমিশ্রণ সঠিক মাত্রায় করা হচ্ছে না। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন পরিদর্শন করেন। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে বলে জানান এমপি। পরিদর্শনের সময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আহম্মেদ রায়হান শরীফ ও হাসপাতালের অন্যান্যা কর্মকর্তাবৃন্দ। তবে কাজের সাইডে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ঠিকদারী প্রতিষ্ঠান শ্রমিক দিয়ে ইচ্ছেমত সংস্কার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তদারকির কেউ উপস্থিত না থাকায় নিম্নমানের এসব সামগ্রী ব্যবহার করছে খুব সহজেই।

ঠিকাদরী প্রতিষ্ঠানের সাথে মোবাইলে যোগাযোগের জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি রিসিভ করেনি।
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ সহকারি প্রকৌশলী হাসান আল মামুনের মোবাইলে কল দিয়ে অনিয়মের বিষয়টি জানতে চান সাংবাদিকরা। কাজের প্রাক্কলিত ব্যায়সহ দরপত্রের কোন তথ্য নেই বলে কৌশলে এড়িয়ে যান তিনি। পরে তিনি জানান, কাজে অনিয়ম হচেছনা যদি অনিয়ম হয় তবে এমপি সাহেবের সাথে বলে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা হবে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহাকারি প্রকৌশলী মাহমুদ আলমের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি জরুরী মিটিংয়ে আছি পরে কথা হবে।

এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, এমপি বলেন, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে অনিয়ম করে আসছে। বালু, টাইলস থেকে শুরু করে প্রায় সব উপকরণ নিম্নমানের। নিম্নমানের সাগ্রমী কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য না। তাই এ অনিয়মের সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দায়িত্বশীল দপ্তরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।